৭) সামন্ততন্ত্র বলতে কী বোঝ? / সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর টীকা লেখ? / সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি নিরুপন কর / সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গুলি কী ছিল?

=> সভ্যতার ক্রমবিকাশে এক একটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা যেমন এক একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি করে তেমনি ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এইরূপ একটি ঘটনা হল পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন (476)। এই সময় থেকে 1453 খ্রীঃ-এ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়কাল পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই মধ্যযুগের উৎপাদন ব্যবস্থাটি সাধারনভাবে "Fudial" বা "সামন্ত ব্যবস্থা" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই সময়ের উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে মূলত কৃষিজ উৎপাদনকেই বোঝাত। ফলে সামন্তব্যবস্থার সাথে ভূমি চাষব্যবস্থা এবং সেই সাথে সমাজের 3টি শ্রেনীকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে দেখা যায়। এই তিনটি শ্রেনীর অবস্থান হল পিরামিড আকৃতির। এই পিরামিডের শীর্ষে রাজা / রাজতন্ত্র (Monach), দ্বিতীয় স্তরে বড়ো ধরনের সামন্তপ্রভু (Fudal Lords), ব্যারন (Nobility) ও Knight (বৃত্তকেন্দ্রিক অভিজাত গোষ্ঠী) প্রভৃতি এবং তৃতীয় স্তরে কৃষক বা চাষী সম্প্রদায় (Peasents).

ঐতিহাসিক দিক থেকে এই Fudal বা সামন্তপ্রথার উত্থানকালে অর্থাৎ আদি মধ্যযুগে রাজতন্ত্রের উত্থান ও লক্ষ্যনীয় বিষয়। বস্তুত এই সময়কাল হল ইউরোপে শার্লামেনের আমল বা খ্রীষ্টীয় অষ্ট শতক। বস্তুত সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটি ধরলে অবশ্যই বলা যায় সর্বোচ্চ স্থানে সম্রাট, তার নীচে সামন্তপ্রভুরা এবং নীচে বিভিন্ন স্তরের শাসকরা সর্বোচ্চ স্তরে প্রভুত্বকে মেনে নিয়েছিল। উপর থেকে নীচে স্তরে স্তরে অজীবকার ও বিনতীস্বীকার পাথের মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত ছিল সামন্ততান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা। খ্রীঃ অষ্টম শতকীতে ফ্রাঙ্কদের রাজ্যে বিকশিত হয়ে

সামন্ততন্ত্র ছিল ইতালি, স্পেন এবং জার্মানীতে ছড়িয়ে যায়। ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, দঃ ইতালি ও সিসিলিতে এই সামন্ততন্ত্রের আদি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছিল নরম্যানদের উদ্যোগে আবার পশ্চিম ইউরোপে প্রথম সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠে। নর্মম্যান, মুসলিম ও ম্যাগিয়ারদের দেওয়া আক্রমণ সহ বিভিন্ন কারনে। এবং এর আদি উপাদান মিশ্রিত হয়ে যায় রোমান ও জার্মান সমাজব্যবস্থা।

সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে অসংখ্য বহু ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা এখনো চলছে। এ বিষয়ে অ্যাডাম স্মিথ তার "The wealth of Nations" গ্রন্থে অবক্ষয়ের এক সামরিক অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার এলিজাবেথ এ. আর. ব্রাউন — "সামন্ততন্ত্র" কথাটির বিরোধিতা করেছেন। এই ভাবে দেখা যায় সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ সংকীর্ণ কেউ প্রসারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা ইউরোপের ইতিহাসে বার বার বিবর্তিত হয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় ইউরোপে প্রচলিত রোমান ও জার্মান সমাজ ব্যবস্থা এবং তার উপাদানের মিশ্রন থেকে এবং নানা রাজনৈতিক ঘটনা যথা ভাইকিংদের আক্রমন, মুসলমান আক্রমন প্রভৃতি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়েছিল। তবে এই মতের বিরুদ্ধবাদী মত আছে। এবং পেরি অ্যান্ডারসনের মতো ঐতিহাসিকেরাও উল্লেখিত মতকে মেনে নিতে পারেননি।

সামন্ততন্ত্রের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের আগে দেখা যাক সামন্ততন্ত্র বা Fudalism কথাটির উৎপত্তি কীভাবে হয়। ইংরাজী Fudalism উদ্ভাবিত হলেও এর মূলে রয়েছে ল্যাটিন শব্দ feodis. যা থেকে ফরাসী শব্দ হয়েছে Feodalite. এই Feodalite শব্দটি সপ্তদশ শতকীর প্রথমে ব্যবহৃত হত বিশেষ একটি সামাজিক প্রথাকে বোঝাতে। এই Feodalite থেকে ইংল্যান্ডে Fedalism কথাটি চালু হয়। এডমন্ড বার্ক প্রথম এই Feodalite কথাটি ব্যবহার করে থাকেন, পরে তা উনিশ শতকীর গোড়ায় "Fedalism" অভিধায় বহু প্রচারিত হয়ে ওঠে।

তবে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক ব্লখের বিশ্লেষণগুলিকে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্লখ সামন্ততন্ত্রকে এক বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা বলে মনে করেন। এবং এর মৌলিক চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার গবেষণা মূলত পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিকেই নিয়ে আলোচিত। তিনি এখানে দেখিয়েছেন কীভাবে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এই সামন্ত ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। বস্তুত এইরূপ ভাঙাগড়ার পরিবেশে দীর্ঘকাল চলার পর বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের মধ্যে দিয়েই এই নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থায় কিছুটা মুদ্রা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ব্যবসাবাণিজ্য, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা এগুলিই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য।

সামন্তব্যবস্থার এগুলিই ছিল প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। এখন কীভাবে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল সেই ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে সামন্তপ্রথার আঞ্চলিক অবস্থা তথা এর অবলুপ্তির ইতিহাস ও সংক্ষেপে সূত্রের কথা আলোচনা করা যেতে পারে— ইউরোপের মধ্যযুগের সূচনা পর্বে রাজতন্ত্র যখন এক শক্ত আকার নিতে চলেছিল ঠিক সেই সময় সামন্তপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল বলা যেতে পারে। এটা ছিল ইউরোপীয় ক্যারোলিনজিয়ান যুগের সময়কাল। তবে বিশেষভাবে বলতে গেলে বলা উচিত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শার্লামেনের সময়কাল।

শার্লামেনের সাম্রাজ্য (Frankis Empire) ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বিশেষ। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে নানা কারণে। প্রথমত এর বিশালত্ব অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অঞ্চল, দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক শাসন কর্তা, জমিদার, প্রভৃতিদের বিদ্রোহী মনোভাব, এই অবস্থায় শার্লামেন বাস্তব পরিকল্পনা বা নীতি হিসাবে আঞ্চলিক ভূস্বামীদের ও অভিজাতদের হাতে স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রয়োজনে তাদের সামরিক সাহায্য বাধ্যতামূলক ও আনুগত্য দাবি করে। এইরূপ ভূমিস্বত্ব বা "Fudal" অনুযায়ী আইনবিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এবং জমি গ্রহীতারা "Fief" অর্থাৎ প্রজা (Vassal) - এ পরিণত হয়। দানগ্রহীতার জমি "Statet" "Mannar" "Demens" এ পরিণত হয় নামে পরিচিত হয়।

এইভাবে রাজা ও "Fief" (জমি) অধিকারীদের মধ্যে এবং পিরামিড মূলক সম্পর্ক স্থাপন হয়। এবং এই সম্পর্ক নির্দিষ্ট কার্যাবলী তথা নিয়মকানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জমি গ্রহীতারা বনজঙ্গল, জলাভূমি ও রুক্ষভূমি আবার যোগ্য করে তোলে। সামন্তপ্রথায় এটি ছিল বিশেষ গতিময় যুগ। অনেক ঐতিহাসিক যে কারণে এই সময়কে অর্থনৈতিক রেনেসাঁস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এইভাবে রোমান সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপের বিশেষ বিশেষ বা বিভিন্ন অঞ্চলে এই রূপ নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা জার্মান জাতি গুলির আক্রমণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এবং নতুন এই ব্যবস্থায় উৎপাদনে এক বিরাট গতি আসে।

অন্যদিকে আবার সম্পর্কের দিক থেকে লর্ড ও সার্ফের মধ্যে আইনগত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলেও সার্ফরা লর্ডদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে শোষিত হত। শুধু তাই নয় আইন বা প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে লর্ডরা তাদের উপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করত যা Fudal ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। এইসব অতিরিক্ত অর্থনৈতিক দাবি অর্থাৎ শোষণ সার্ফদের উপর সবসময় চাপানো থাকত। সার্ফদের কাজই ছিল উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাচুর্য আনা যাতে করে লর্ডরা সমাজের উচ্চস্তরে আরামে থাকতে পারে। সার্ফরা লর্ডদের জমিতে চাষবাদ করে তাদের আবশ্যিক চাহিদা মেটাত। উল্লেখ্য এই সার্ফরা আইনগতভাবে লর্ডদের ক্রীতদাস ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকে সার্ফদের জীবনযাত্রা লর্ডদের নানাবিধ বিধি নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যেমন তাদের বিয়ে ও পারিবারিক জীবন। লর্ডদের জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ক্ষমতা সার্ফদের ছিল না। চলে গেলেও তাদেরকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হত। আইন বা বিচার ছিল লর্ডদের বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। ফলে সার্ফদের পক্ষে তাদের দোষ বা অভিযোগ জানিয়ে ন্যায্য বিচার পাওয়ার কোনো আশা ছিল না।

ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু মনে করতেন "সামন্তপ্রথার আইনবিধি" প্রাচীন রোমানদের কিছুটা নিজস্ব ধরনের এক, অর্থাৎ এমন একটি ঘটনা যেটি অন্যত্র মনে হয় আর ঘটবে না বলে তিনি মনে করতেন। ভলতেয়ার অবশ্য এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তার মতে সামন্তপ্রথা নিছক কোনো একটি ঘটনা নয়, এটি হল বহু প্রাচীন এক ব্যবস্থা এবং নানাবিধ পার্থক্য নিয়ে ও: পালাকে তিন চতুর্থাংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল। তবে সামন্ততন্ত্র নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ভলতেয়ারের কিছুটা কথাবার্তা একেবারে সম্পূর্ণ একমত নন। পার্থক্য হল এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। বেঞ্জামিন গোষ্ঠা সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসাবে জমিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অন্যদিকে ভোকাস্লাভ প্রাধান্য দিয়েছেন ব্যক্তি অর্থাৎ গোষ্ঠীকে। তবে এই প্রথায় আঞ্চলিক কিছুটা তারতম্য ছিল। অর্থাৎ সব অঞ্চলেই একইভাবে এই প্রথা গড়ে উঠেছিল তা নয়। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের বিধিব্যবস্থার সাথে পূর্ব ইউরোপের অবশ্যই মধ্যেই পার্থক্য ছিল তবে মৌলিক ব্যাপারে এদের চরিত্র ছিল অভিন্ন।

সামন্তপ্রথার মূল উপাদান বলতে যেমন জমি, কৃষক, সামন্তপ্রভুদের বোঝায় তেমনি আবার এর মৌলিক বা অর্থনৈতিক দিক হল সামন্তপ্রভুদের দ্বারা কৃষক শোষণ। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় আলোচ্য সময়ে উদ্বৃত্ত বলে যা কিছু থাকত অর্থাৎ কৃষক যে অংশে তার নিজস্ব পাওনা হিসাবে পাওয়ার অধিকারী থাকত তাও ভূস্বামী আত্মসাৎ করতেন। সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনকে বলা হত static অর্থাৎ পরবর্তীকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি না থাকায় একই জায়গায় স্থির থাকত। এমতাবস্থায় সামন্তরা চাষীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের বেশি তাদের দিয়ে খাটিয়ে অতিরিক্ত আয়ের বন্দোবস্ত করত। ফলে চাষীরা তাদের নিজস্ব জমিতে ঠিকমতো সময় না দিতে পারায় সবদিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। এটাই ছিল কৃষক শোষণের মূল চরিত্র। মরিস ডব সামন্ততন্ত্রের পতনের জন্য এই ব্যবস্থাকে এক বিশেষ অভ্যন্তরীণ কারণ হিসাবেই উল্লেখ করেছেন।

অর্থনৈতিক জীবনের আরও বিভিন্ন ধরনের দিক ছিল যেমন সার্ফদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লর্ডদের বাজারে কিনতে হত। আবার লর্ডদের যাতাকলে সার্ফরা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য প্রভৃতি ভাঙিয়ে আটা করে নিত। ফলে তারা লর্ডদের আরেকধরনের কর দিতে বাধ্য থাকত। আবার যাজকদের কাছেও সার্ফদের বাধ্যতামূলক কর দিতে হত। অর্থাৎ সামন্ত প্রথায় সার্ফদের জীবন অতীত ছিল একটি বৈচিত্র্য।

জীবিকা নির্বাহের জন্য সার্ফরা একখণ্ড জমি নিজেদের হাতে রাখতে পারত। তবে সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই লর্ডদের জন্য কাজ করার ফলে সময় দিতে হত। লর্ডদের জন্য সার্ফদের এই শ্রমদানকে Labourment অর্থাৎ শ্রমকর দেওয়ার রীতি ছিল। — তবে আমাদের দেশে একে বলা হয় বেগার অর্থাৎ বিনাপারিশ্রমিকে শ্রমদান।

ইউরোপের সামন্তপ্রথার ক্রমবিকাশের আনুষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থা ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন শুরু হয়। শ্রমিক অর্থাৎ কৃষকদের ও শ্রম করও পরিবর্তিত হয়। শেষ পর্যন্ত বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তিত হলে সামন্তযুগের কর প্রথা নগদ অর্থ লেনদেনে রূপান্তরিত হয়। মোটামুটিভাবে সামন্ততান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এগুলিই ছিল প্রকৃতি বা স্বরূপ। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা (সামন্তপ্রথা) নবম-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ক্যারোলিনজিয়ান সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশে বিকাশ লাভ করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, বাল্টিক প্রভৃতি খ্রীষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। এই দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তবে এদের সময়কাল ছিল ভিন্ন। ঐতিহাসিকেরা বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করে প্রাচীন আমলের মিশর অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সামন্তপ্রথার কথা বলেছেন। তবে যেসব সাক্ষ্য দেখে তারা এইসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলি আপাতগ্রাহ্য হলেও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক নয়। এই কারণে মার্ক ব্লখ সামন্ততান্ত্রিক কথাটি ব্যবহার না করে "সামন্ততান্ত্রিক সমাজ" কথাটি ব্যবহার করেছেন।